পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০শে জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. (০৬ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ), শনিবার সকাল ১১:০০ টায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ নূরুল আলম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় নিম্নোক্ত পরিচালকমন্ডলী ও কোম্পানি সচিব উপস্থিত ছিলেন:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি
১	জনাব মোঃ নূরুল আলম চেয়ারম্যান, পিওসিএল বোর্ড ও সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
২	জনাব বাসুদেব গাঙ্গুলী ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক, পিওসিএল বোর্ড ও বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
৩	কাজী মোঃ আনোয়ারুল হাকিম ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক, পিওসিএল বোর্ড ও বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব
৪	কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক পরিচালক, পিওসিএল বোর্ড ও পরিচালক (অর্থ), বিপিসি (সরকারের যুগ্মসচিব)
৫	জনাব মোঃ জাকির হোসেন পরিচালক, পিওসিএল বোর্ড ও যুগ্ম-সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৬	জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম খান পরিচালক, পিওসিএল বোর্ড ও যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৭	জনাব সুজাদুর রহমান পরিচালক, পিওসিএল বোর্ড
৮	জনাব কুতুবউদ্দিন আকতার রশিদ শেয়ারহোল্ডার পরিচালক, পিওসিএল বোর্ড
৯	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
১০	জনাব আলী আবছার কোম্পানি সচিব, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা-সহ সর্বমোট ৮৬ জন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

সভার শুরুতে কোম্পানি সচিব কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে স্বাগত জানানো হয় এবং পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানকে সভা পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও সভার সভাপতি কর্তৃক ভার্চুয়ালি সংযুক্ত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়।

সভার শুরুতে পর্ষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক কোম্পানির কর্মকর্তা জনাব এসএম দেলোয়ার হোসেনকে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার অনুরোধ জানানো হলে জনাব এসএম দেলোয়ার হোসেন কর্তৃক পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর সভার সভাপতি কর্তৃক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের এবং কোম্পানি সচিবকে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদানের অনুরোধ জানানো হলে পরিচালকমন্ডলী ও কোম্পানি সচিব কর্তৃক তাঁদের স্ব-স্ব পরিচিতি প্রদান করা হয়।

অতঃপর চেয়ারম্যান কর্তৃক কোম্পানি সচিব জনাব আলী আবছারকে সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠের আহবান জানানো হলে কোম্পানি সচিব কর্তৃক ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠ করা হয়।

অতঃপর চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাগত বক্তব্য প্রদান করা হয়। চেয়ারম্যান কর্তৃক ভার্চুয়ালি সংযুক্ত পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর সম্মানিত পরিচালকমন্ডলী, বিপিসি'র প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে কোম্পানির ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের সদস্যদের যাঁরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন; জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত দুই লাখ মা-বোনদের যাঁরা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট মৃত্যুর মাত্র ছয় দিন পূর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই দিন তাঁর সরকার কর্তৃক জাতীয় স্বার্থে দেশের বৃহৎ পাঁচটি গ্যাস ক্ষেত্র-তিতাস, বাখরাবাদ, রশীদপুর, কৈলাশটীলা ও হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র বহুজাতিক তেল কোম্পানি শেল ইন্টারন্যাশনালের কাছ থেকে মাত্র ১৭.৮৬ কোটি টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ কোটি টাকা। জাতির পিতা কর্তৃক গৃহীত এই পদক্ষেপ ছিল বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অংশ হিসেবে জাতীয় স্বার্থে তাঁরই গৃহীত সাংবিধানিক, আইনি ও নীতিগত সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন। মূলত এর মাধ্যমে নিশ্চিত হয় দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা। তাই প্রতিবছর ৯ই আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়।

চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয় যে, একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের মতো অর্থনীতিতে ১% জিডিপি বৃদ্ধির জন্য ১.৮%-২% জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ ও তাঁর সরকার প্রণীত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক কিছু সাংবিধানিক বিধান, আইন ও নীতিমালা এদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার মূল স্তম্ভ হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশীয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা (Permanent Sovereignty Over Natural Resources) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৭-এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি) গঠন করা হয়। ১৯৭৪ সালে এর সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় 'পেট্রোবাংলা'। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জ্বালানি খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে পেট্রোলিয়াম আইন ও পেট্রোলিয়াম পলিসি প্রণয়ন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচক্ষণ নেতৃত্বের ফলে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে (ক) Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) order, 1972 (P.O. No.16 of 1972) এর মাধ্যমে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড, দাউদ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেড, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড (খ) Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) order, 1972 (P.O. No.27 of 1972) এর মাধ্যমে ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড এবং (গ) The ESSO Undertaking Acquisition Ordinance, ১৯৭৫ এর মাধ্যমে অর্থ পরিশোধক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc. এর দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। যুগান্তকারী সেই সিদ্ধান্তের ফলে এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড ও ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড-সহ অন্যান্য কোম্পানিসমূহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই সকল কোম্পানিসমূহ আজ এদেশে জ্বালানি তেল মজুত, সরবরাহ ও বিতরণে প্রধান ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এক কথায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানির জ্বালানি তেলের বিক্রয়ের পরিমাণ ২৬.৮৯ লক্ষ মে. টন, ২০২১-২২ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ২৫.৪৫ লক্ষ মে. টন। আলোচ্য অর্থবছরে দেশের জ্বালানি তেল বিপণনে কোম্পানির মার্কেট শেয়ার ছিল ৩৬.৬০% এবং তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মধ্যে কোম্পানির অবস্থান ছিল ১ম। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির করপূর্ব মুনাফা গত অর্থবছরের ২৯৮.৫৩ কোটি টাকা থেকে ৪৬.৩২% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩৬.৮১ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় দাঁড়িয়েছে ৩৫.৫৮ টাকা, যা বিগত অর্থবছরে ছিল ২৪.৪৭ টাকা।

চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় কোম্পানির নিজস্ব ০.৪২ একর জমির উপর ২টি বেইজমেন্ট ও ১টি সেমিবেইজমেন্ট-সহ ২৩তলা বিশিষ্ট হেড অফিস বিল্ডিং, যা নির্মাণাধীন। ইতোমধ্যে ২টি বেইজমেন্ট ও সেমিবেইজমেন্টের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ডিজাইন মডিফিকেশনের কাজ চূড়ান্ত হয়েছে। ডিজাইন মডিফিকেশন অনুসারে নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য নতুন দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ঢাকাস্থ পরিবাগে কোম্পানির নিজস্ব ১.৮৮ একর জমিতে অতিরিক্ত দু'টি বেইজমেন্ট-সহ ১২তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ভবনের ম্যাট ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডসহ তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় পরিচালন কার্যক্রম অটোমেশন-এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও Front End Engineering and Design (FEED) প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে এবং দাখিলকৃত Front End Engineering and Design (FEED) ডকুমেন্টেসের উপর ভিত্তি করে ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ডিপোসমূহে পরিচালন কার্যক্রম অটোমেশনের আওতার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। পতেঙ্গাস্থ কোম্পানির প্রধান স্থাপনা হতে শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন জেট এ-১ ডিপো, চট্টগ্রামে পাইপলাইনযোগে তেল সরবরাহের জন্য বিমানবাহিনী জহুরুল হক ঘাঁটি, চট্টগ্রাম এবং বিমানবন্দরের ভিতর দিয়ে জেট এ-১ ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপনের জন্য গৃহীত প্রকল্পের নির্মাণ কাজের আরডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে গত ১৯-১২-২০২৩ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভৈরববাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে স্থায়ী রিভারাইন ডিপো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৬টি ট্যাংকের ফাউন্ডেশন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। শীঘ্রই ট্যাংক ফ্যাব্রিকেশন ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হবে। এ ছাড়া, দেশের সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও ভোক্তা পর্যায়ে অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডিপো সম্প্রসারণ, জ্বালানি তেলের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি শেয়ারহোল্ডার ভ্যালু বৃদ্ধির জন্য কোম্পানি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আলোচ্য অর্থবছরে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১৩৫% হারে নগদ লভ্যাংশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়।

চেয়ারম্যান কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবহিত করা হয় যে, আগামী অর্থবছরে কোম্পানির লক্ষ্য থাকবে বরাবরের মতো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সর্বত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে মানসম্মত পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এ ছাড়া, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত কৃষি রাসায়নিক পণ্য সরবরাহ জোরদারকরণ। কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহ এগিয়ে নিতে চাই। সর্বোপরি, কোম্পানির লক্ষ্য থাকবে আগামী বছর কোম্পানির মুনাফার প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারস ভ্যালু বৃদ্ধি করা।

সভার এ পর্যায়ে পর্ষদ চেয়ারম্যান/সভাপতি কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, শেয়ারহোল্ডারগণের কাছে প্রেরিত বার্ষিক প্রতিবেদন, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক ইতোমধ্যে পঠিত হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে তা পঠিত হয় বলে গণ্য করার জন্য চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি আহবান জানানো হয়। সভাপতি কর্তৃক আরও উল্লেখ করা হয় যে, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের মূল্যবান বক্তব্য/মতামত/মন্তব্য প্রদান এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর ৭২ ঘন্টা পূর্ব থেকে ওয়েবপোর্টাল খুলে দেওয়া হয় এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

চেয়ারম্যান কর্তৃক উল্লেখ করা হয় যে, কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনের উপর অনলাইনে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য/মতামত/মন্তব্য প্রদান করা হয়। কোম্পানি তাঁদের মতামতসমূহ কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে মর্মে চেয়ারম্যান কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয়। অতঃপর চেয়ারম্যান কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালককে তাঁর বক্তব্য এবং অনলাইনে প্রেরিত শেয়ারহোল্ডারদের বক্তব্য/মতামতসমূহ পাঠ ও জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক তাঁর বক্তব্য এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের মূল্যবান মতামত/মন্তব্য ও প্রশ্নসমূহ পাঠ ও জবাব প্রদান করা হয়।

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান কর্তৃক বক্তব্যের শুরুতে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের, যাঁরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন। তিনি মহান ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। তার বক্তব্যে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করায় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

অতঃপর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের মূল্যবান মতামত/মন্তব্য ও প্রশ্নসমূহ পাঠ এবং জবাব প্রদান করা হয়, যা নিম্নরূপ:

(১) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব ড. কাজী মুজিবুর রহমান (বিও নং- ১২০৩৭১০০০৮৫৭৭১১৩)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে করোনাকালীন নানাবিধ প্রতিকুলতা সত্ত্বেও প্রস্তাবিত নগদ লভ্যাংশ ১৩৫% ঘোষণা করায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং করোনাকালীন সময়ে ব্যবসা ও মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া তাঁর বক্তব্যে কোম্পানির সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন কখন করা হবে, দায় বৃদ্ধি হওয়ার কারণ এবং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হ্রাসের কারণ জানতে চাওয়া হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের নির্দেশনার আলোকে সম্পদ পুনর্মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোম্পানির চলতি দায় ৩৭৭৩ কোটি টাকা বৃদ্ধির পাশাপাশি চলতি সম্পত্তিও ৪৫২৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। বিপিসি'র সাথে চলতি দেনা-পাওনা সংক্রান্ত লেনদেনের কারণে দায় বা সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে, যা চলমান প্রক্রিয়া। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের চেয়ে স্বল্পমেয়াদি (৩ মাস) বিনিয়োগ তুলনামূলক অধিক লাভজনক বিধায় কোম্পানির স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়।

(২) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব কবির আহমেদ চৌধুরী (বিও নং- ১৬০১৮৮০০৪৫৮৪৩৫০০)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে সুন্দর ও তথ্যবহুল বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এবং করোনা মহামারী, ইউক্রেন যুদ্ধ ও ডলার সংকট থাকা সত্ত্বেও ১৩৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করায় পরিচালনা পর্ষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এ ছাড়া তাঁর বক্তব্যে (১) আলোচ্য অর্থবছরে অন্যান্য সব সূচকের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও শেয়ার প্রতি নগদ অর্থ প্রবাহ মাইনাস হওয়া (২) চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে এবং ঢাকার পরিবাগের নির্মাণাধীন ভবনের অগ্রগতি (৩) বিপিসি'র অনুকূলে কোম্পানির ১১.৬২৭ একর জমি সাব-কবলামূলে বিক্রি করার বিষয়টি এবং এর ফলে বর্তমান নিট অ্যাসেট ভ্যালু কমবে কিনা বা বিক্রি করা টাকা দিয়ে নির্মাণাধীন ভবনের কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে কিনা এবং (৪) সিএসআর তহবিল থেকে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে একটি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করা যায় কিনা জানতে চাওয়া হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, (১) কোম্পানি বিপিসি থেকে জ্বালানি তেল গ্রহণ করে এর মূল্য পরিশোধ করে থাকে। আলোচ্য অর্থবছরে বিপিসি'র বিগত অর্থবছরের পাওনা পরিশোধ করা হয়। জ্বালানি পণ্যের মজুদ বৃদ্ধি পাওয়া এবং বিপিসি'র পণ্যের বিপরীতে পাওনা পরিশোধের জন্য আলোচ্য অর্থবছরে শেয়ার প্রতি নগদ অর্থ প্রবাহ মাইনাস হয়, যা চলমান প্রক্রিয়া। আর্থিক কর্মকান্ডে এর কোন বিরুপ প্রভাব নাই। (২) চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় কোম্পানির নিজস্ব ০.৪২ একর জমির উপর ২টি বেইজমেন্ট ও ১টি সেমিবেইজমেন্টসহ ২৩তলা বিশিষ্ট হেড অফিস বিল্ডিং নির্মাণাধীন। ইতোমধ্যে বেইজমেন্ট এবং সেমিবেইজমেন্টের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ভবনের ডিজাইন মডিফিকেশনের কাজ চূড়ান্ত হয়েছে। পূর্বের ঠিকাদারের সাথে আইনগত জটিলতা নিরসনপূর্বক মডিফাইড ডিজাইন অনুসারে নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য দরপত্রের মাধ্যমে নতুন ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ঢাকাস্থ পরিবাগে কোম্পানির নিজস্ব ১.৮৮ একর জমিতে অতিরিক্ত দু'টি বেইজমেন্টসহ ১২তলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ভবনের ম্যাট ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। (৩) দেশে জ্বালানি তেলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে "ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোম্পানির গুপ্তখালস্থ প্রধান স্থাপনার ১১.৬২৭ একর জমি বিপিসি'র অনুকূলে সাফ-কবলামূলে বিক্রির প্রস্তাব করা হয়। বর্ণিত জমি বিক্রয়জনিত কারণে মূলধনী লাভের ফলে নিট অ্যাসেট ভ্যালু বৃদ্ধি পাবে এবং (৪) বিপিসি ও এর আওতাধীন অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে আধুনিক হাসপাতাল স্থাপনের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা হবে।

(৩) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব (বিও নং- ১২০১৫৯০০০৮০১৪৩৬৭)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে কোম্পানির ইতিহাসে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনসহ অন্যান্য সূচকে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি লাভের জন্য পর্ষদ চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্টদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এ ছাড়া তাঁর বক্তব্যে আলোচ্য অর্থবছরে মুনাফা বেশি হওয়া সত্ত্বেও আরও বেশি লভ্যাংশ ঘোষণা না করা এবং বেসরকারি পর্যায়ে রিফাইনারি স্থাপন, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও বিপণন নীতিমালা-২০২৩ শীর্ষক ১৫/১১/২০২৩ তারিখের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের ফলে সরকারের জ্বালানি তেল বিপণন কোম্পানির ক্ষেত্রে এর প্রভাব এবং পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় কোম্পানির পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। তাঁর বক্তব্যে পিওসিএলসহ জ্বালানি সেক্টরের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ''দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স" ঘোষণার মাধ্যমে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি এবং আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এজিএম ফিজিকালি করার ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের আওতাধীন সর্ববৃহৎ বিপণন কোম্পানি। এ কোম্পানি অন্যান্য বিপণন কোম্পানিসমূহের ন্যায় জ্বালানি তেল বিপণনের পাশাপাশি এককভাবে জেট এ-১ ও অ্যাগ্রোক্যামিক্যালস ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। এ কোম্পানি অন্যান্য বিমানবন্দরের পাশাপাশি কক্সবাজার বিমানবন্দরে জেট এ-১ রিফুয়েলিং কার্যক্রম শুরু করেছে। উক্ত বিমানবন্দরে উড়োজাহাজে জেট

এ-১ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জমির সংস্থানসহ পূর্ণাঙ্গ কক্সবাজার এভিয়েশন ডিপো ও আন্তর্জাতিক সুবিধা সম্বলিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। পতেঙ্গাস্থ কোম্পানির প্রধান স্থাপনা হতে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন জেট এ-১ ডিপো, চট্টগ্রামে পাইপলাইনযোগে তেল সরবরাহের জন্য বিমানবাহিনী জহুরুল হক ঘাঁটি, চট্টগ্রাম এবং বিমানবন্দরের ভিতর দিয়ে কোম্পানির অর্থায়নে জেট এ-১ ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন স্থাপনের জন্য ইপিসি ঠিকাদারের অনুকূলে গত ১৯/১২/২০২৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। জেট এ-১ এর বিক্রয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় টার্মিনালের কার্যক্রম শুরু হলে জেট এ-১-এর বিক্রয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যতে কোম্পানির আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ জেট এ-১ বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হবে বলে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আশাবাদী। জ্বালানি তেল বিপণনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে পিওসিএলসহ তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় পরিচালন কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই ও Front End Engineering and Design (FEED) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ডিপিপি অনুমোদনের পর ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের জন্য শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ডিপোসমূহে পরিচালন কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লিখিত উন্নয়নমূলক কার্যাদিসহ চলমান বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন হবে বিধায় কোম্পানির রিটেইন্ড আয়ে মুনাফার একটি বড় অংশ স্থানান্তর করতে হচ্ছে, যা কোম্পানির ভবিষ্যৎ ব্যবসা সম্প্রসারণেও সহায়ক হবে এবং ভাল লভ্যাংশ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আগামীতে আরও বেশি হারে নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক তাঁর ১ম পর্ষদ সভায় কোম্পানির সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যা প্রতিপালনে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর ও সচেষ্ট রয়েছে। স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে জ্বালানি তেল পরিচালনা কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতেও সরকারি কোম্পানির পাশাপাশি বেসরকারি কোম্পানিসমূহ জ্বালানি তেল বিপণনে নিয়োজিত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে, যা পরোক্ষভাবে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসরকারি পর্যায়ে রিফাইনারি স্থাপন, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও বিপণন করা হলে, এ কোম্পানির ব্যবসা বহুমূখীকরণ ও গতিশীল করার মাধ্যমে কোম্পানির সফলতা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনার আলোকে আগামীতে এজিএম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে।

(৪) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব মোঃ নাজমুস সাকিব (বিও নং- ১২০২৬০০০১০০০২০৩৫)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে কোম্পানির এজিএম-এর লিংক প্রদান এবং নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর বক্তব্যে সনাতনী পদ্ধতিতে এজিএম আয়োজনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনার আলোকে আগামীতে এজিএম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে।

(৫) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন (লিংকন) (বিও নং- ১২০১৪৭০০০০০২১৭১১)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে ১৩৫% নগদ লভ্যাংশ সুপারিশ করায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এ ছাড়া, নগদ লভ্যাংশ দ্রুত বিইএফটিএন-এর মাধ্যমে প্রেরণ এবং আগামী বছর আরো ভালো লভ্যাংশের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, এজিএম হওয়ার সাত দিনের মধ্যেই লভ্যাংশ Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN) এর মাধ্যমে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়। কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে শেয়ারহোল্ডারগণকে ভাল লভ্যাংশ প্রদানের সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(৬) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব মোঃ মোবারক হোসেন (বিও নং- ১২০২৫৩০০১৯৮১৫১২২)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির অপারেটিং প্রফিট ১২২.০৫ কোটি টাকা এবং নন-অপারেটিং প্রফিট ৩৩৭.৭৫ কোটি টাকা অর্জনের ফলে কোম্পানির পক্ষে ১৩৫% ক্যাশ ডিভিডেন্ড প্রদান করা সম্ভব হয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয়। পুঁজিবাজারে লিস্টেড কোম্পানিগুলোর মধ্যে মাত্র ৬টি কোম্পানি ১০০% বা তার অধিক ডিভিডেন্ড দিতে সক্ষম, তন্মধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড অন্যতম বলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়। সম্পত্তি বিক্রয়ের ১৭৭ কোটি টাকা কী কাজে ব্যবহার করা হবে এবং উক্ত টাকা চলতি সম্পদে হিসাবভুক্ত হবে কিনা তা তাঁর বক্তব্যে জানতে চাওয়া হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, সম্পত্তি বিক্রয়ের ১৭৭ কোটি টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করা হবে। ভবিষ্যতে উক্ত টাকা কোম্পানির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(৭) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব তছলিমা বেগম (বিও নং- ১২০১৮৪০০৭৫০৫৫৬৯৩)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ভালো লভ্যাংশ ঘোষণা এবং সুন্দর, স্বচ্ছ ও তথ্য সমৃদ্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

(৮) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **আলহাজ্ব শেখ তানজিরা বেগম (বিও নং- ১২০১৫৯০০০৮০০৯২৬৩)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে ৫৪তম এজিএম সময়মতো আয়োজন এবং গতবারের চেয়ে ১০% বেশি অর্থাৎ মোট ১৩৫% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। আগামী এজিএম ফিজিক্যালি করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনার আলোকে আগামীতে এজিএম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে।

(৯) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব হীরা লাল বণিক (বিও নং- ১২০১৮৪০০০০৭০৩২৩২)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে সঠিক সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ১৩৫% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করায় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

(১০) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব তছলিমা বেগম (বিও নং- ১২০১৮৪০০৭৫০৪০৪৯৫)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে করোনা মহামারী, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ডলারের বিনিময় হার ক্রমাগত উঠানামা এবং বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও ১৩৫% লভ্যাংশ ঘোষণা করায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। আগামী অর্থবছরে কোম্পানির এজিএম সনাতন পদ্ধতিতে স্বশরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

(১১) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব মোঃ তানজিলুর রহমান (বিও নং- ১২০১৫১০০১৬০৬৫৪৬৪)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে ১৩৫% হারে নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা এবং physically challenged person হিসেবে ভার্চুয়্যাল এজিএম অংশগ্রহণ করতে পারায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, physically challenged person পর্যাপ্ত সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে সমাজে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক physically challenged person হিসেবে ভার্চুয়্যাল এজিএম-এ অংশগ্রহণ করায় তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক উল্লেখ করা হয় যে, কোম্পানির একটি সিএসআর তহবিল রয়েছে, যার বিপরীতে এ কোম্পানি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতেও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

(১২) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব শংকর কুমার মল্লিক (বিও নং- ১২০৪৪৩০০১৫৩৪০৬৫৬)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে আগামী বছর কোম্পানির এজিএম সনাতন পদ্ধতিতে এবং নগদ লভ্যাংশ দ্রুত বিএফটিএন-এর মাধ্যমে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ ছাড়া তাঁর বক্তব্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সর্ম্পকে জানতে চাওয়া হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, কোম্পানি বিএফটিএন-এর মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করে থাকে।

(১৩) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার **জনাব বিশ্বজিত ঘোষ (বিও নং- ১২০২০৫০০০২৩৮৬৩২৪)** কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে করোনা মহামারী, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ডলারের বিনিময় হার ক্রমাগত উঠানামা এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও ১৩৫% লভ্যাংশ ঘোষণা করায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

তাঁর বক্তব্যের জবাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

উপর্যুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ ছাড়াও অন্যান্য আরও সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ: জনাব তছলিমা বেগম (বিও নং- ১২০১৮৪০০৭৫০৪০৪৯৫), জনাব মোঃ তানজিলুর রহমান (বিও নং- ১২০১৫১০০১৬০৬৫৪৬৪), জনাব রেহানা খানম (বিও নং- ১২০১৫১০০১৬০৭১২৪৯), জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল (বিও নং- ১২০২৮৫০০৩৭১৪৮৫২৭), জনাব তছলিমা আক্তার (বিও নং- ১২০১৮৪০০৭৬২১০২৩৫), জনাব তাইনিনা আক্তার চৌধুরী (বিও নং- ১২০১৮৪০০৭৬২১০৪৩৩), জনাব সাহাদাত আলী (বিও নং- ১২০১৮৪০০৭৬২১০০০২), জনাব শাহ আলম (বিও নং- ১২০৩৬৯০০২১৫৪০২৫০) ও জনাব শিরিন আক্তার (বিও নং- ১২০৩৬৯০০২১৯৯৪৬৬৪) কর্তৃক এজিএম ওয়েবপোর্টালে লিখিত বক্তব্য/মন্তব্যে আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বক্তব্য/মন্তব্য পঠন ও এর জবাব প্রদানের পর শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, শেয়াহোল্ডারগণ কর্তৃক যেসব মূল্যবান বক্তব্য/মতামত প্রদান করা হয় তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সেগুলো ভবিষ্যতে কোম্পানি পরিচালনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে। পরিশেষে, কোম্পানির সম্মানিত বিজ্ঞ পরিচালকমন্ডলীর সঠিক দিক-নির্দেশনা, বিপিসি'র সার্বিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা, কোম্পানির কর্মকর্তা-শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যয় সংকোচন নীতির কারণে বিরাজমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও আলোচ্য অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য সমাপ্ত করা হয়।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক উল্লেখ করা হয় যে, ৭২ ঘন্টা পূর্বে বার্ষিক সাধারণ সভার এজেন্ডাসমূহের উপর পক্ষে-বিপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ভোটিংলাইন খুলে দেওয়া হয়। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক এজেন্ডাসমূহের পক্ষে-বিপক্ষে প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল ঘোষণার জন্য কোম্পানি সচিবকে অনুরোধ করা হয়।

সাধারণ আলোচ্য সূচি-১: ১লা জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কোম্পানি সচিব কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ৮৯(২) ধারা মোতাবেক বিগত ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তা পর্ষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। উল্লিখিত কার্যবিবরণী শেয়ারহোল্ডারগণের অবগতির জন্য তাঁদের মেইল আইডি ও কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। এমতাবস্থায়, বিগত ১লা জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার খসড়া কার্যবিবরণী সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

অতঃপর কোম্পানি সচিব কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে, অনলাইন ভোটিংয়ে আলোচ্যসূচি নম্বর: ১-এর প্রস্তাবের পক্ষে ৭,১৫,১১,৭৩৫ টি শেয়ার সংখ্যার ভোট প্রদান করা হয় এবং বিপক্ষে কোনো সংখ্যক ভোট প্রদান করা হয় নাই।

এমতাবস্থায়, কোম্পানি সচিব কর্তৃক অনলাইন ভোটিংয়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্য এজেন্ডা পাশের ঘোষণা প্রদানের জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত অনলাইন ভোটিংয়ের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ আলোচ্যসূচি নম্বর-১-এর প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

বিগত ১লা জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার খসড়া কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিশ্চিতকরণ করা হলো এবং পর্ষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক তা স্বাক্ষরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সাধারণ আলোচ্য সূচি-২: ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা এবং অনুমোদন।

কোম্পানি সচিব কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হয় যে, ৩০শে জুন ২০২৩ সমাপ্ত বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষিত হিসাবের উপর শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষকদ্বয়ের প্রতিবেদন আপনাদের নিকট প্রেরিত বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত আছে। আশা করি আপনারা সবাই পড়েছেন। কাজেই সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন পঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায়, ৩০শে জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক গ্রহণ এবং অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

অতঃপর কোম্পানি সচিব কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে, অনলাইন ভোটিংয়ে আলোচ্যসূচি নম্বর: ২-এর প্রস্তাবের পক্ষে ৭,১৪,৩৩,৫৩৩ টি শেয়ার সংখ্যার ভোট প্রদান করা হয় এবং বিপক্ষে ৭৮,২০২ টি শেয়ার সংখ্যার ভোট প্রদান করা হয়।

এমতাবস্থায়, কোম্পানি সচিব কর্তৃক অনলাইন ভোটিংয়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্য এজেন্ডা পাশের ঘোষণা প্রদানের জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত অনলাইন ভোটিংয়ের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ আলোচ্যসূচি নম্বর-২-এর প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করা হয়।

অতঃপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক গৃহীত এবং অনুমোদিত হলো।

সাধারণ আলোচ্য সূচি-৩: ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত বছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ অনুমোদন।

কোম্পানি সচিব কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য প্রতি শেয়ারে ১৩৫ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি ১০/- টাকার শেয়ারে ১৩.৫০/-টাকা হারে নগদ ডিভিডেন্ড প্রদানের সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায়, ৩০শে জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

অতঃপর কোম্পানি সচিব কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে, অনলাইন ভোটিংয়ে আলোচ্যসূচি নম্বর: ৩-এর প্রস্তাবের পক্ষে ৭,১৫,১১,৭৮৫ টি শেয়ার সংখ্যার ভোট প্রদান করা হয় এবং বিপক্ষে কোনো সংখ্যক ভোট প্রদান করা হয় নাই।

এমতাবস্থায়, কোম্পানি সচিব কর্তৃক অনলাইন ভোটিংয়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্য এজেন্ডা পাশের ঘোষণা প্রদানের জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত অনলাইন ভোটিংয়ের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ আলোচ্যসূচি নম্বর-৩-এর প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার ঘোষণা করা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

৩০শে জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য শেয়ার প্রতি ১৩.৫০/- টাকা নগদ অর্থাৎ ১৩৫% হারে নগদ ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদিত হলো।

সাধারণ আলোচ্য সূচি-৪: পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন; (আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন-এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী)।

কোম্পানি সচিব কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এবং কোম্পানির সংঘবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালকমন্ডলীর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পালাক্রমে অবসরগ্রহণ করেন এবং অবসরগ্রহণকারী পরিচালকগণ পুনঃমনোনয়নযোগ্য। ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালনা পর্ষদ থেকে পর্ষদ পরিচালক জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম খান ও শেয়ারহোল্ডার পরিচালক জনাব কুতুবউদ্দিন আকতার রশিদ অবসরগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম খানকে বিপিসি কর্তৃক এ বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনঃমনোনয়ন প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে, শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদে নির্বাচনের জন্য নিয়মানুযায়ী দু'টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র আহবান করা হয়। নির্বাচন পরিচালনার জন্য কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক (এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন)কে আহবায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড কোং লিমিটেড-এর প্রতিনিধি এবং অবসরগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডার পরিচালক জনাব কুতুবউদ্দিন আকতার রশিদ (বিও নং-১২০১৮১০০০০১৫৩২৬১) কর্তৃক একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়। কমিটি কর্তৃক মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়:

''কেবলমাত্র একজন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র পাওয়া গেছে এবং উক্ত মনোনয়ন পত্র সঠিক তাই প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর করার জন্য সুপারিশ করা হলো।"

আর কোনো প্রার্থী না থাকায় কমিটি কর্তৃক জনাব কুতুবউদ্দিন আকতার রশিদ (বিও নং-১২০১৮১০০০০১৫৩২৬১)-কে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদে নির্বাচনের নিমিত্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

এমতাবস্থায়, পরিচালক পদে জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম খান এবং শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদে একমাত্র প্রার্থী ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড কোং লিমিটেডের প্রতিনিধি জনাব কুতুবউদ্দিন আকতার রশিদকে নির্বাচিত করার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

অতঃপর কোম্পানি সচিব কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে, অনলাইন ভোটিংয়ে আলোচ্যসূচি নম্বর: ৪-এর প্রস্তাবের পক্ষে ৭,১৫,১১,৭১৭ টি শেয়ার সংখ্যার ভোট প্রদান করা হয় এবং বিপক্ষে কোনো সংখ্যক ভোট প্রদান করা হয় নাই।

এমতাবস্থায়, কোম্পানি সচিব কর্তৃক অনলাইন ভোটিংয়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্য এজেন্ডা পাশের ঘোষণা প্রদানের জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত অনলাইন ভোটিংয়ের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ আলোচ্যসূচি নম্বর-৪-এর প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার ঘোষণা করা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম খান ও শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদে ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড কোং লিমিটেডের প্রতিনিধি জনাব কুতুবউদ্দিন আকতার রশিদকে সর্বসম্মতিক্রমে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নির্বাচিত করা হলো।

সাধারণ আলোচ্য সূচি-৫: ৩০ জুন ২০২৪ সমাপ্য বছরের জন্য বিধিবদ্ধ যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ:

কোম্পানি সচিব কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মেসার্স হোসেন ফরহাদ অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স এম এম রহমান অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস কোম্পানির ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বিধিবদ্ধ যুগ্ম বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে ভ্যাট ব্যতীত ২,২০,০০০/- (দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমভাগে বন্টনযোগ্য) পারিশ্রমিকে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুসারে উভয় প্রতিষ্ঠান ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণ করে এবং উভয় প্রতিষ্ঠান কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষা কাজের জন্য পুনঃমনোনয়নযোগ্য। উভয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানির নিরীক্ষা কাজের নিমিত্ত নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। উভয় নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠান মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় তাদের নিরীক্ষা ফি বৃদ্ধি করার আবেদন জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে, পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মেসার্স হোসেন ফরহাদ অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ও মেসার্স এম এম রহমান অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসকে হিসাব নিরীক্ষার জন্য বর্তমান নিরীক্ষা ফি ভ্যাট ব্যতীত ২,২০,০০০/- (দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানে সমভাগে বন্টনযোগ্য) হতে বৃদ্ধি করে ভ্যাট ব্যতীত ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানে সমভাগে বন্টনযোগ্য) পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত নিরীক্ষকদ্বয়কে উক্ত টাকার পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

অতঃপর কোম্পানি সচিব কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে, অনলাইন ভোটিংয়ে আলোচ্যসূচি নম্বর: ৫-এর প্রস্তাবের পক্ষে ৭,১৫,১১,৮৩৫ টি শেয়ার সংখ্যার ভোট প্রদান করা হয় এবং বিপক্ষে কোনো সংখ্যক ভোট প্রদান করা হয় নাই।

এমতাবস্থায়, কোম্পানি সচিব কর্তৃক অনলাইন ভোটিংয়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্য এজেন্ডা পাশের ঘোষণা প্রদানের জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ করা হয় ।

তৎপ্রেক্ষিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত অনলাইন ভোটিংয়ের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ আলোচ্যসূচি নম্বর-৫-এর প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার ঘোষণা করা হয়।

অতঃপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

৩০শে জুন ২০২৪ সমাপ্য অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য কোম্পানির বিধিবদ্ধ যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স হোসেন ফরহাদ অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স এম এম রহমান অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসকে ভ্যাট ব্যতীত ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা (যা উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমভাগে বন্টনযোগ্য) পারিশ্রমিকে নিয়োগের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদিত হলো।

সাধারণ আলোচ্য সূচি-৬: ৩০ জুন ২০২৪ সমাপ্য বছরের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন কোড-এর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট/সেক্রেটারি নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

কোম্পানি সচিব কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ৩০শে জুন, ২০২৪ সমাপ্য বছরের জন্য বিএসইসি কর্তৃক জারিকৃত কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড প্রতিপালনের বিষয়ে সনদ প্রদানের নিমিত্ত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পেশাদার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে মেসার্স হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে পূর্বের ন্যায় ভ্যাট ব্যাতীত ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রদানের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত নিরীক্ষককে ভ্যাট ব্যাতীত ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

অতঃপর কোম্পানি সচিব কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে, অনলাইন ভোটিংয়ে আলোচ্যসূচি নম্বর: ৬ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৭,১৫,১১,৮১৭ টি শেয়ার সংখ্যার ভোট প্রদান করা হয় এবং বিপক্ষে কোনো সংখ্যক ভোট প্রদান করা হয় নাই।

এমতাবস্থায়, কোম্পানি সচিব কর্তৃক অনলাইন ভোটিংয়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্য এজেন্ডা পাশের ঘোষণা প্রদানের জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত অনলাইন ভোটিংয়ের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ আলোচ্যসূচি নম্বর-৬-এর প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার ঘোষণা করা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্য অর্থবছরের জন্য বিএসইসি কর্তৃক জারিকৃত কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড প্রতিপালনের বিষয়ে সনদ প্রদানের কাজের জন্য মেসার্স হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে ভ্যাট ব্যাতীত ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকে সর্বসম্মতিক্রমে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

বিশেষ আলোচ্য সূচি-১: পরিচালনা পর্ষদের প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকের সম্মানী বৃদ্ধি করে ১৮,০০০/- টাকা (আয়কর ও ভ্যাটসহ) নির্ধারণের প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদন।

কোম্পানি সচিব কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, উল্লিখিত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সংঘবিধির আর্টিকেল ১০৯(এ)-এর সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত:

সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, "পরিচালনা পর্ষদের প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকের সম্মানী ৮,০০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৮,০০০/- (আঠার হাজার) টাকা (আয়কর ও ভ্যাটসহ) নির্ধারণ করা

Existing Clause of the Articles of Association	To be amended as and substituted by
109 (a) "The remuneration of the Directors shall be Tk. 8,000/- per meeting attended."	**109 (a)** "The remuneration of the Directors shall be Tk. 18,000/- (including Tax and VAT) per meeting attended."

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের অবগতির জন্য জানানো হয় যে, বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতি পর্ষদ সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সম্মানী ৮,০০০/- টাকায় নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় এবং বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে গত ০৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ৫১৩তম পর্ষদ সভায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের প্রতি পর্ষদ সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানী বৃদ্ধি করে আয়কর ও ভ্যাটসহ ১৮,০০০/- টাকা নির্ধারণ এবং কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের ১০৯(ধ) ধারা সংশোধনের লক্ষ্যে কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের জন্য এই বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিশেষ প্রস্তাব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

অতঃপর কোম্পানি সচিব কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে, অনলাইন ভোটিংয়ে বিশেষ আলোচ্যসূচি নম্বর: ১ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৬,৫৭,০৭,২৪২ টি শেয়ার সংখ্যার ভোট প্রদান করা হয় এবং বিপক্ষে ১০,০২০টি শেয়ার সংখ্যার ভোট প্রদান করা হয়।

এমতাবস্থায়, কোম্পানি সচিব কর্তৃক অনলাইন ভোটিংয়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্য এজেন্ডা পাশের ঘোষণা প্রদানের জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত অনলাইন ভোটিংয়ের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে বিশেষ আলোচ্যসূচি নম্বর-১-এর প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার ঘোষণা করা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

পরিচালনা পর্ষদের প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকের সম্মানী ৮,০০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৮,০০০/- (আঠার হাজার) টাকা (আয়কর ও ভ্যাটসহ) নির্ধারণ করা হলো এবং সংঘবিধির আর্টিকেল ১০৯(এ) ধারা নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো:

Existing Clause of the Articles of Association	To be amended as and substituted by
109 (a) "The remuneration of the Directors shall be Tk. 8,000/- per meeting attended."	**109 (a)** "The remuneration of the Directors shall be Tk. 18,000/- (including Tax and VAT) per meeting attended."

বিশেষ আলোচ্য সূচি-২: জ্বালানি খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি'র) কাছে ১১.৬২৭ একর জমি বিক্রয়ের প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদন:

প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত:

সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে "বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২"-এর জন্য পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় উত্তর পতেঙ্গা মৌজায় ১১.৬২৭ একর জমি (বিভিন্ন অবকাঠামো ও বৃক্ষাদিসহ) ১৭৭,০৭,২২,৫৪৮/- (একশত সাতাত্তর কোটি সাত লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত আটচল্লিশ) টাকায় সাফকবলা দলিলমূলে বিক্রয়ের মাধ্যমে বিপিসি'কে হস্তান্তর করা হবে।"

কোম্পানি সচিব কর্তৃক কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডাদের অবহিত করা হয় যে, দেশের জ্বালানি খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে "ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্পের জন্য পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর প্রধান স্থাপনা হতে ১১.৬২৭ (এগার দশমিক ছয় দুই সাত) একর জমি ৪০ (চল্লিশ) বছরের জন্য লিজ প্রদান এবং জমির লিজ মূল্য ১৬২,০৭,১০,৭৮৪/- (একশত বাষট্টি কোটি সাত লক্ষ দশ হাজার সাতশত চুরাশি) টাকা বিভিন্ন অবকাঠামোসহ বৃক্ষাদির মূল্য বাবদ ১৪,৮৭,০৯,৫৪০ (চৌদ্দ কোটি সাতাশি লক্ষ নয় হাজার পাঁচশত চল্লিশ টাকা) টাকাসহ সর্বমোট ১৭৬,৯৪,২০,৩২৪.০০ (একশত ছিয়াত্তর কোটি চুরানব্বই লক্ষ বিশ হাজার তিনশত চব্বিশ) টাকা বিপিসি হতে গ্রহণের বিষয়টি গত ৪ মে ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদের ৪৬২তম সভায় অনুমোদিত হয়।

পরবর্তীতে বিপিসি'র পত্র সূত্র নং-২৮.০৩.০০০০.০৮.১২.০০২.১১/২৬৯, তারিখ: ১৯/১২/২০২২-এর মাধ্যমে "ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" প্রকল্পের জন্য পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের প্রধান স্থাপনাস্থ ১১.৬২৭ একর জমি (বিভিন্ন অবকাঠামো ও বৃক্ষাদিসহ) লিজ দলিলের পরিবর্তে সাফকবলামূলে জমিটি বিক্রয়ের মাধ্যমে বিপিসি'কে হস্তান্তরসহ বিক্রয় দলিল সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে উক্ত পত্রে উল্লিখিত বিপিসি'র বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়টি উল্লেখ করা হয়:

''(ক) যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প তৈরির আগে এর স্থান নির্বাচন ও স্থায়ী জমি প্রাপ্তি চূড়ান্ত করা অপরিহার্য। ইআরএল ইউনিট-২-এর ন্যায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ৪০ বছরের জন্য লিজকৃত জমির উপর বাস্তবায়ন করার চেয়ে বিপিসি কর্তৃক ক্রয়কৃত নিজস্ব জমিতে বাস্তবায়ন করা অধিকতর যৌক্তিক হবে।"

তৎপ্রেক্ষিতে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত জমির মূল্য যাচাইকরণের নিমিত্ত মেসার্স এস. এফ আহমেদ অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্মকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। মেসার্স এস. এফ আহমেদ অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্ম-এর ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুসারে বিপিসি'কে লিজ প্রদত্ত কোম্পানির প্রধান স্থাপনার ১১.৬২৭ একর জমির বাজার মূল্য হিসেবে ৩০/০৬/২০২২ তারিখে মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১৬২,২০,১৩,০০৮/- (একশত বাষট্টি কোটি বিশ লক্ষ তের হাজার আট) টাকা। ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী জমির মূল্য এবং ইতঃপূর্বে নিরূপিত বিভিন্ন অবকাঠামোসহ বৃক্ষাদির মূল্যসহ সর্বমোট মূল্য দাঁড়ায় ১৭৭,০৭,২২,৫৪৮/- (একশত সাতাত্তর কোটি সাত লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত আটচল্লিশ) টাকা।

এতদবিষয়ে বিশেষ প্রস্তাব পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তৃক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়:

''জ্বালানি খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প" ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২"-এর জন্য পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর প্রধান স্থাপনাস্থ উত্তর পতেঙ্গা মৌজায় বি.এস ২৪নং খতিয়ানের বি.এস ৭১৫৫/৯০২৩ দাগের ১১.৬২৭ একর জমি (বিভিন্ন অবকাঠামো ও বৃক্ষাদিসহ) বিপিসি'কে লিজ প্রদানের পরিবর্তে লিজ চুক্তি বাতিলপূর্বক ১৭৭,০৭,২২,৫৪৮/- (একশত সাতাত্তর কোটি সাত লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত আটচল্লিশ) টাকায় সাফকবলা দলিলমূলে জমিটি বিক্রয়ের মাধ্যমে বিপিসি'কে হস্তান্তরের প্রস্তাব আসন্ন ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলো। এ লক্ষ্যে ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পর্ষদ কর্তৃক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। এ ক্ষেত্রে জমিটি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য সরকারি রেজিস্ট্রেশন ফি, সকল প্রকার ভ্যাট ও উৎসে কর এবং অন্যান্য শুল্কাদি বিপিসি কর্তৃক বহন করা হবে।"

আলোচ্য বিশেষ প্রস্তাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সংশ্লিষ্ট নোটিফিকেশন অনুসারে বিপিসি ভোট দিতে পারবে না এবং এ প্রস্তাবে বিপিসি ভোট প্রদান হতে বিরত থাকে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিশেষ প্রস্তাব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

অতঃপর কোম্পানি সচিব কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে, অনলাইন ভোটিংয়ে বিশেষ আলোচ্যসূচি নম্বর: ২ এর প্রস্তাবের পক্ষে ২,১৯,৭৭,৮৭৮ টি শেয়ার সংখ্যার ভোট প্রদান করা হয় এবং বিপক্ষে ২৬ টি শেয়ার সংখ্যার ভোট প্রদান করা হয়।

এমতাবস্থায়, কোম্পানি সচিব কর্তৃক অনলাইন ভোটিংয়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্য এজেন্ডা পাশের ঘোষণা প্রদানের জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘোষিত অনলাইন ভোটিংয়ের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে বিশেষ আলোচ্যসূচি নম্বর-২-এর প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার ঘোষণা করা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২"-এর জন্য পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় উত্তর পতেঙ্গা মৌজায় (বিএস ২৪নং খতিয়ানের বিএস ৭১৫৫/৯০২৩ দাগ) ১১.৬২৭ একর জমি (বিভিন্ন অবকাঠামো ও বৃক্ষাদিসহ) ১৭৭,০৭,২২,৫৪৮/- (একশত সাতাত্তর কোটি সাত লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত আটচল্লিশ) টাকায় সাফকবলা দলিলমূলে বিক্রয়ের মাধ্যমে বিপিসি'কে হস্তান্তরের বিষয়টি শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদিত হলো। এ ক্ষেত্রে জমিটি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য সরকারি রেজিস্ট্রেশন ফি, সকল প্রকার ভ্যাট ও উৎসে কর এবং অন্যান্য শুল্কাদি বিপিসি কর্তৃক বহন করা হবে।

আর কোনো আলোচ্যসূচি না থাকায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক নিম্নোক্ত সমাপনী বক্তব্য প্রদান করা হয়:

সমাপনী বক্তব্যে পর্ষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সফল করার জন্য ভার্চুয়ালি সংযুক্ত কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী, বিপিসি'র প্রতিনিধিবৃন্দ, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ ও কোম্পানির কর্মকর্তাবৃন্দ সবাইকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। চেয়ারম্যান কর্তৃক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে সঠিক ও সময় উপযোগী দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা টিম ও কর্মকর্তা-শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে তাঁদের উদ্যোগ ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়। চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, সকলের সার্বিক সহযোগিতার ফলে কোম্পানির পক্ষে ১৩৫% হারে লভ্যাংশ প্রদান করা সম্ভব হয়। রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ফার্মসমূহ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড, নিরীক্ষকবৃন্দ, সম্মানিত গ্রাহক-সহ কোম্পানির সকল শুভানুধ্যায়ীদের অব্যাহত সমর্থন এবং দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। পরিশেষে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর সমাপনী বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, অনলাইনে ৭২ ঘন্টার মধ্যে শেয়ারহোল্ডারগণ যে সাড়া দেয় তা প্রশংসাযোগ্য। শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনেক মূল্যবান মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়, যা ভবিষ্যতে কোম্পানির পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে চেয়ারম্যান কর্তৃক মত প্রকাশ করা হয়। আগামীতেও শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে চেয়ারম্যান কর্তৃক আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

পরিশেষে, চেয়ারম্যান কর্তৃক সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত
তারিখ : ০১/০২/২০২৪
(মোঃ নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
পিওসিএল পরিচালনা পর্ষদ
ও
সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ